

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চায় যারা অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাদের কল্যাণার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৬ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে “বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন” প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন। ৯ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবটি গেজেট প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গেজেট প্রকাশের পূর্বেই ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে “বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১২ সন হতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পুরাতন ভবনের ৪র্থ তলায় এই ফাউন্ডেশন অফিসের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

২। কার্যাবলীঃ

উল্লিখিত আইনের ৭ ধারায় বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- (ক) দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান;
- (খ) দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, আর্থিক সহায়তা, অনুদান প্রদান অথবা মাসিক বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান;
- (গ) ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য পুরস্কার প্রদান;
- (ঘ) ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদান;
- (ঙ) ক্রীড়াসেবীর পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড প্রদান;
- (চ) দুঃস্থ, আহত বা অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং পরিবারের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- (ছ) ক্রীড়াসেবীদের সার্বিক কল্যাণার্থে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- (জ) তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে [সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, হস্তান্তর ও পরিচালনা করা বা বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করা;
- (ঝ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাধীনে উহার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা;
- (ঞ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা, অনুদান ও উপহার গ্রহণ এবং লটারীর ব্যবস্থা করা;
- (ট) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (ঠ) উপরি-উক্ত দফাসমূহে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

৩। পরিচালনা বোর্ডঃ

আইনের ৬ ধারায় বিধান মতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছেঃ

(ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
(খ) মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
(গ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	ভাইস চেয়ারম্যান
(ঘ) যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(চ) পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ছ) সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(জ) উপ-সচিব ক্রীড়া, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঝ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত নির্বাহী কমিটির সদস্য	-	সদস্য
(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া ও খেলাধুলায় অনুরাগী তিনজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে অনূন একজন মহিলা হবেন	-	সদস্য
(ট) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য সচিব

৪। সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের জন্য নিম্নরূপভাবে ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব বর্তমানে ফাউন্ডেশনের সচিব এর দায়িত্ব পালন করছেন।

ক্র:নং	বিবরণ	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
ক)	সচিব	১ জন		ফাউন্ডেশনের কম্পিউটার অপারেটর গত ০৩-০১-২০১৭ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়ায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রেষণে একজন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত রয়েছে।
খ)	নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন		
গ)	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১ জন		
ঘ)	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১ জন	১	
ঙ)	অফিস সহায়ক	২ জন		
	মোটঃ	৬ জন	১	

৫। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্জনসমূহঃ

(ক) সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত মোট ৭.২৫ কোটি টাকা এবং বিগত ০৮-১১-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০.০০ কোটি টাকা প্রদান করেন। এছাড়া সরকারি কোম্পানীর সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষ সহ মোট ১৭.৮৫ কোটি টাকা তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে যার মুনাফা

এবং রাজস্ব অনুদান ১,৮৫,১৫ কোটি টাকা হতে অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা হারে এককালীন ২৪,০০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হবে।

(খ) ফাউন্ডেশন কর্তৃক দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের অনুদানের তালিকা নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	অর্থবছর	প্রাপ্ত আবেদন	অনুদান প্রদান	অর্থের পরিমাণ
০১.	২০০৯-২০১০	৮০ টি	৮০ জন (১০,০০০/-)	৮,০০,০০০/-
০২.	২০১১-২০১২	১৫০ টি	১১০ জন (১০,০০০/-)	১১,০০,০০০/-
০৩.	২০১২-২০১৩	৭১৯ টি	৫৩৩ জন (১৫,০০০/-)	৭৯,৯৫,০০০/-
০৪.	২০১৪-২০১৫	১০৯৪টি	৬১৩ জন (১৫,০০০/-)	৯১,৯৫,০০০/-
০৫.	২০১৫-২০১৬	১২৫০টি	৬৩০ জন (১৫,০০০/-)	৯৪,৫০,০০০/-
০৬.	২০১৬-২০১৭	১৩২৯টি	৬৩৮ জন (১৫,০০০/-)	৯৫,৭০,০০০/-
০৭.	২০১৭-২০১৮	১৭৫২টি	৬৪৫ জন (১৫,০০০/-)	৯৬,৭৫,০০০/-
০৮.	২০১৮-২০১৯	১৭৬২টি	১০৫০ জন (১৫,০০০/-)	১,৫৭,৫০,০০০/-
			মোটঃ ৪,২৯৯ জন	মোটঃ ৬,৩৫,৩৫,০০০/-

(গ) চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের তালিকা নিম্নরূপঃ-

০১.	বিকেএসপি'র প্রশিক্ষার্থী মাহবুব এ এলাহীকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।
০২.	প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন আশেদা খাতুন রোমা, (জাতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়ারকে) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৩.	বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়ার জনাব খেলোয়ার) খন্দাকার মোশাররফ হোসেনকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৪.	সাবেক জাতীয় শ্যুটার ও জাতীয় পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ মিসেস সাবরীনা সুলতানাকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,০০,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।

(ঘ) ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের জন্য ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ফাউন্ডেশনের এককালীন অনুদান প্রদানের আবেদন গ্রহণ ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং ই-নথির মাধ্যমে অফিসের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।